বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট

১০১, গালর্স স্কুল রোড (নগর ভবন রোড)

মানিকগঞ্জ।

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

পটভূমি

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর আইনী ভিত্তি

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের লড়্যা

উদ্দেশ্য

জিকেটির অর্গানোগ্রাম

সংস্থার কর্মএলাকা

জেলা ভিত্তিক জনসংখ্যা এবং জিকেটির আওতাভুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা

এক নজরে জিকেটি ২০১৮-২০১৯

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের চলমান কর্মসূচী

১| ঋণ দান কর্মসূচী

১.১ দল গঠন

১.১.১ দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা

১.১.২ দল গঠনের বৈশিষ্ট্য

১.২ সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা|

১.৩ ঋণ বিতরণ

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের ফান্ডের উৎস

এক নজরে জিকেটি ঋণ কার্যক্রমের বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতি

জোন ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচির তথ্য

এক নজরে জিকেটি ২০১৮-২০১৯

ঋণ বিতরণের কম্পোনেন্ট সমূহ

১.৪.১ বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম

লিপি বণিকের জীবন সংগ্রামের কথা

১.৪.২ জাগরন ঋণ কার্যক্রম

রাশেদা বেগমের সফলতার গল্প

তাসলিমা বেগমের সফলতার গল্প

১.৪.৩ অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

হামিদা বেগমের সফলতার গল্প

মাজেদা বেগমের সফলতার গল্প

১.৪.৪ সুফলন ঋণ কার্যক্রম

মুকুমালার সফলতার গল্প

সবিতা রানীর সফলতার গল্প

২| প্রশিক্ষণঃ

৩| টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে আলুবীজ উৎপাদন

৪| আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

৫| জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প

৬| সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক কর্মসূচী

৬.১ শিক্ষা প্রণোদনা/২০১৮

৬.২ উন্নয়ন মেলা/২০১৯

৬.৩ বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ

পটভূমিঃ

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট(জিকেটি) একটি বেসরকারী সেচ্ছাসেবী উন্নয়ন মূলক প্রতিষ্ঠান | যা প্রতিষ্ঠানের কর্মএলাকার সুবিধা বঞ্চিত পিছিয়ে জন গোষ্ঠীর আর্থ -সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট| সংস্থাটি ১৯৮৫ সালের নভেম্বর মাসে মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় আত্মপ্রকার করে| সাটুরিয়া উপজেলার গরীব জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে দূদর্শা গ্রস্থ নারী,

ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক, গরীব পেশাজীবি শ্রেণী, যারা বিভিন্ন সামাজিক ও আর্থসামাজিক দূর্দশার শিকার তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট(জিকেটি) নামক একটি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে কাজ শুরম্ন করেন| প্রতিষ্ঠার পর থেকেই জিকেটি পলম্নীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধান কাজে কৃষি ভিত্তিক উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ বাস্ত্মবায়ন শুরম্ন করেন|

জিকেটি পিছিয়ে পরা নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে| এ জন্য জিকেটি নারী সমাজকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা ও সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তুলে তাদেরকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ব করেছে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে| বিভিন্ন ধরণের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সামাজিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, দক্ষ জনগোষ্ঠিতে রম্নপান্ত্মিত করা | রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতন সুস্থ্য পরিবার গড়ে তোলা এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ভারসাম্য মূলক প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলার কাজ করে যাচ্ছে|

কর্মএলাকায় উপকারভোগীদের জীবন বাস্ত্মবতায় সত্য যে, জিকেটি এই দীর্ঘ উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফসল হিসাবে তাদের জীবন যাত্রার মান, ক্রয় ক্ষমতা, সচেতনতার পর্যায়, অধিকার আদায় ও ভোগ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য জ্ঞান, বিশেষত নারীদের আর্থনির্ভরতা , পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ বৃদ্ধি পেয়েছে| বৃদ্ধি যে পেয়েছে , তার সবচাইতে বড় সূচক হলো এই সংস্থার টিকে থাকা, বত্রিশ বছর ধরে উন্নয়ন সংগ্রামের পথ চলতে পারা| সর্বোপরি সেই পথ চলতে এলাকার দরিদ্র নারী পুরষের সহযোগিতা সমর্থন পাওয়া এবং তাদের অংশগ্রহন করার মতো আনুকূল্য অজর্ন করতে পারা| একই সাথে এই অর্জনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামাজিক এবং প্রশাসনিক সহায়তা পাওয়া গেছে|

আমাদের যে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গ্রহনযোগ্যতা , তার পিছনে নানাভাবে ভূমিকা রাখার কৃতিত্ব এককভাবে জিকেটির নয়, সে কৃতিত্ব সকলেরই| এ ভাবে জিকেটি হয়ে উঠেছে সবার|

এরই মধ্যে পার হয়ে গেছে বত্রিশ বছর | এ সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সঞ্চিত হয়েছে অনেক প্রতিকূলতা মোকাবেলার অভিজ্ঞতা , সহায়ক হিসাবে ধীরে ধীরে জিকেটি হয়ে উঠেছে সকলের বন্ধু , সকলের প্রতিষ্ঠান| সাটুরিয়া সেই ছোট্ট জিকেটি এখন ৪টি জেলায় ১২টি উপজেলায় ৮৫টি ইউনিয়নে ৫৮৪ টি গ্রামে এবং ২টি পৌরসভায় সম্প্রসারিত হয়েছে| সংগঠনটি হয়ে উঠেছে মূল উন্নয়ন প্রচেষ্টার সম্পূরক কুশীলব| জিকেটি এবং তার সংগঠিত মানুষ মনে করে যে, উন্নয়ন আন্দোলনকে সম্প্রসারন ও ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা অংশগ্রহনের কোন বিকল্প নেই|

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর আইনী ভিত্তিঃ

#	রেজিস্ট্রেশন অথরিটি	রেজিঃ নং	তারিখ
১	ট্রাষ্ট এ্যাক্ট রেজিস্ট্রেশন অর্ডিনেন্স অব ১৮৮২	ট্রাষ্ট ১৯২১	০৯.১১.১৯৮৫
২	সমাজ সেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধন	ম-০০৬	০১.১১.১৯৮৬
৩	বৈদেশিক অনুদান গ্রহন রেজি নং	ডিএসএস/ এফডি আর নং ২৫৬	১৮.০১.১৯৮৮
৪	মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)	০০২১৯-০১৫২৪-০০১৪৭	২৬.০২.২০০৮

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর লক্ষ্য ঃ

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মহিলাদের সংঘঠিত করে বিভিন্ন উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে ব্যাপক অংশগ্রহনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার গুনগত মান উন্নয়ন করাই গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের মূল লক্ষ্য|

উদ্দেশ্য ঃ

- ভুমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের বিশেষ করে অসহায় গ্রামীন মহিলাদের সংগঠিত করে সম্মানজনক ভাবে বেঁচে থাকার জন্য দক্ষ জনগোষ্ঠী হিসাবে গড়ে তুলে তাদের উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করা|
- সমাজে পিছিয়ে পরা জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে সামাজিক দায়িত্ব বোধ জাগ্রত করা ও দক্ষ জনবলে রূপান্তরিত করা|
- সঞ্চয়ের মাধ্যমে অভীষ্ঠ জন গোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গঠন করার লক্ষ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলার অভ্যাস ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা|
- অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে সুনির্দিষ্ঠ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধমূলক সচেতন সুস্থ পরিবার ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলা |
- সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যমূলক প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তোলা|
- অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীদের সুপরিকল্পিত ভাবে সংগঠিত করে ক্রমান্বয়ে তাদের নিজস্ব স্বনির্ভর ও স্বশাষিত জাতীয় সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলা|

সংস্থার কর্মএলাকা

#	জোনের নাম	শাখার নাম	উপজেলা	জেলা
১	সাটুরিয়া	সাটুরিয়া	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		ফুকুরহাটী	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		দড়গ্রাম	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		তিলস্নী	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ
		দিঘুলিয়া	সাটুরিয়া	মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল
২	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		ডাউটিয়া	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		নবগ্রাম	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		লেমুবাড়ি	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ
		সিংগাইর	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ
		আটিগ্রাম	মানিকগঞ্জ সদর	মানিকগঞ্জ
		বাসনা	ধামরাই	ঢাকা

৩	বাথুলী	বাথুলী	ধামরাই	ঢাকা
		ধানতারা	ধামরাই	ঢাকা
		সূয়াপুর	ধামরাই	ঢাকা
৪	আন্ধারমানিক	লেছড়াগঞ্জ	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ ও ফরিদপুর
		আজিমনগর	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ ও ঢাকা
		ঝিটকা	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ
		আন্ধারমানিক	হরিরামপুর	মানিকগঞ্জ
		জামসা	সিংগাইর	মানিকগঞ্জ
৫	টেপড়া	দৌলতপুর	দৌলতপুর	মানিকগঞ্জ
		টেপড়া	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
		ঘিওর	ঘিওর	মানিকগঞ্জ
		নালী	শিবালয়	মানিকগঞ্জ
		মহাদেবপুর	শিবালয়	মানিকগঞ্জ

জিকেটি অর্গানোগ্রাম

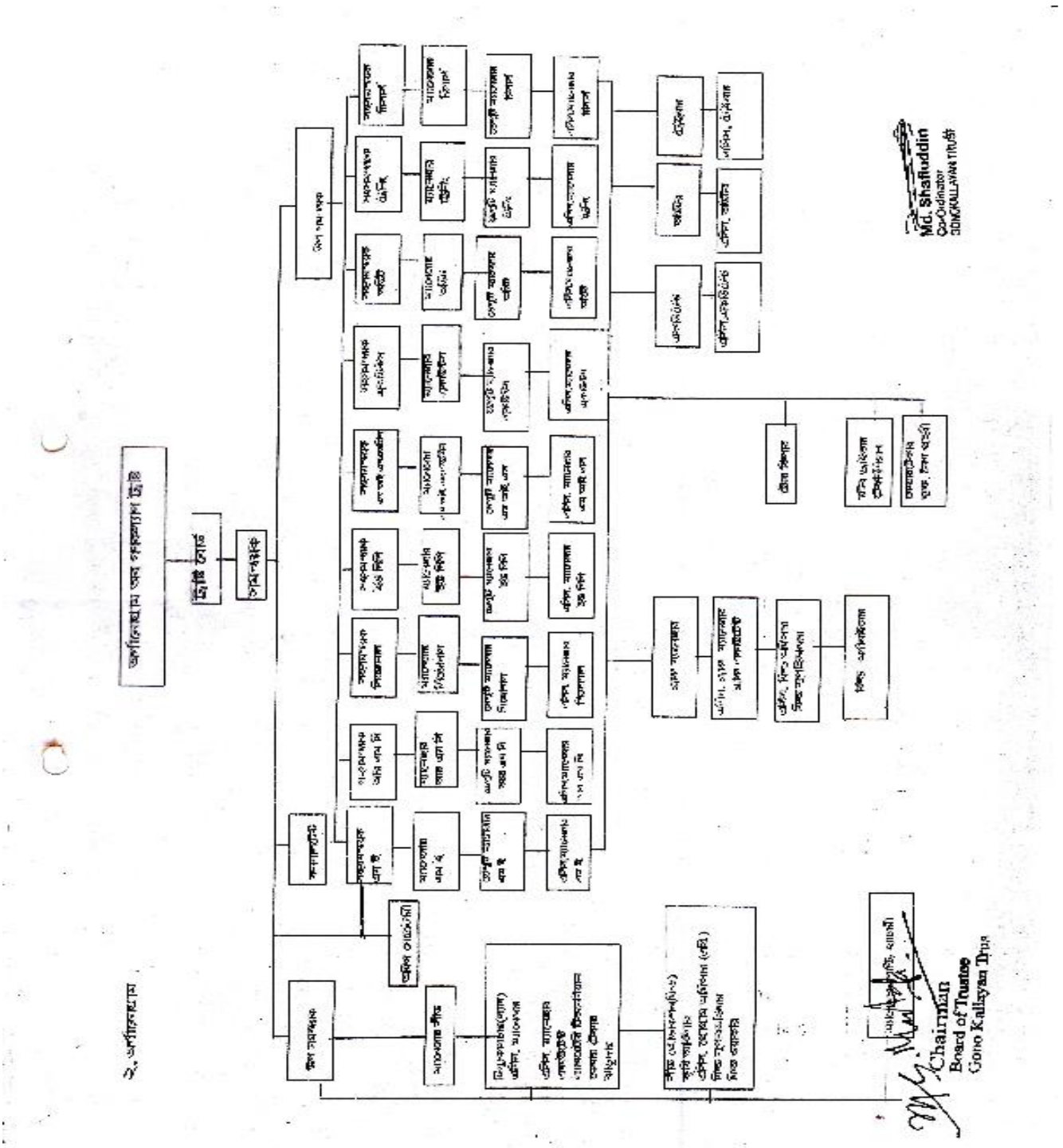
Md. Shafiuddin
Co-Ordinator
GONOKALLYAN TRUST
Chairman
Board of Trustee
Gono Kallyan Trust

ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যা এবং জিকেটি'র আওতাভুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের মোট জনসংখ্যা	জিকেটির উপকারভোগী পরিবারের সংখ্যা
১	ঢাকা জেলা	উপজেলা ২ টি	ইউনিয়ন ১০ টি	২,৯৭,৭৬৩	৩২,৫৪৫
২	মানিকগঞ্জ জেলা	উপজেলা ৭ টি	ইউনিয়ন ৭১ টি	১৭,৮৩,০৯৬	১,৭২,২৬৫
৩	ফরিদপুর জেলা	উপজেলা ২ টি	ইউনিয়ন ২ টি	১,৪৭,৫৩৭	১৫,৫০৫
৪	টাঙ্গাইল জেলা	উপজেলা ১ টি	ইউনিয়ন ২ টি	৫২,৩২১	৫,৫৯৫
	৪টি	উপজেলা ১২ টি	ইউনিয়ন ৮৫ টি	২২,৮০,৭১৭	২,২৫,৯১০

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের চলমান কর্মসূচীঃ

১| ঋণ দান কর্মসূচী

১.১. দল গঠন

১.২. সঞ্চয়ের তহবিল

১.৩. ঋণদান

২| প্রশিক্ষণ

৩| টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে মানসম্মত আলুবীজ উৎপাদন

৪| নিরাপদ পানি সরবরাহ ও আধুনিক পয়ঃনিস্কশন |

৫| জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প|

৬| সামাজিক দায়বদ্ধতা মূলক কর্মসূচী|

৬.১ শিড়্গা প্রণোদনা

৬.২ উন্নয়ন মেলা|

৬.৩ দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী |

১. ঋণদান কর্মসূচী

১.১. দল গঠনঃ

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য নিয়ে দল গঠন করা | কারণ সংগঠিত জনগোষ্ঠীকেই সচেতন ভাবে গড়ে তুলে সামাজিক কর্মকা-ের চালিকা শক্তিতে রূপান্ত্মরিত করা যায়| সংগঠিত জনগোষ্ঠীই নিজেদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সমূহকে মোকাবেলা করতে পারে| সেই কারণেই গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের সাংগঠনিক ভাবে গৃহীত সমস্ত্ম কর্মসূচীর প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে দলীয় সদস্য - সদস্যাবৃন্দ|

দল গঠনের প্রয়োজনীয়তাঃ

উন্নয়ন কর্ম কান্ডের মাধ্যমে সামাজিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিকরা , সামাজিক ভাবে সকল সম্প্রদায়কে উন্নয়নে নিজেদের পারস্পারিক অংশগ্রহন ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা | এই লক্ষে -

- অসংগঠিত বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠীকে সচেতন দায়বদ্ধ করে গড়ে তোলা ও পরিচালনা করা|
- লক্ষ্য অর্জনে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীকে সুশৃংখল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করা|
- নিজেদের সামাজিক প্রতিকূলতা সমূহকে সংগঠিক ভাবে মোকাবেলা করা|
- " একতাই বল " এই বলে সামাজিক ভাবে বলিয়ান হয়ে উঠা | অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সংগঠনগুলো নিজেদের নেতৃত্বে পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করা এবং পর্যায় ক্রমে গ্রাম, ওয়ার্ড, ইউনিয়ন, থানা , জেলা ভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে সামাজিক ভাবে ক্ষমতাবান হয়ে উঠা|

১.১.২ দল গঠনের বৈশিষ্ট্যঃ

- সদস্য / সদস্যাদের একই গ্রামের পাশাপাশি বাড়ী হতে হবে|

- প্রত্যেক সদস্য/ সদস্যাদের বয়সের (১৮-৪০ বৎসর) সম্ভাব্য মিল থাকতে হবে|

- প্রত্যেক সদস্য/ সদস্যাদের সামাজিক সমমর্যাদাপূর্ণ হতে হবে|

- কোন পরিবার থেকে একাধিখ সদস্য / সদস্যা নেওয়া যাবে না| সম্ভব হলে সদস্য/ সদস্যাদের মাঝে রক্তের সম্পর্ক না থাকাই বাঞ্জনীয়|

- দ্বৈত সদস্য/ সদস্যা পদ গ্রহনযোগ্য নহে|

- দলে সদস্যদের মাঝে সম্পর্ক হবে সমতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে|

- দলের সদস্য সংখ্যা অবশ্যই ৩০ জন হতে হবে|

১.২. সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা

সদস্যের সাপ্তাহিক সঞ্চয়, স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও মাসিক সঞ্চয় হচ্ছে সদস্যদের সামাজিক শক্তির আর্থিক উৎস| বর্তমানের উপার্জন থেকে অংশ বিশেষ ভবিষ্যতের জন্য সংরড়াণ করাই হচ্ছে সঞ্চয়| কাজেই সঞ্চয় হচ্ছে জীবনের ইতিবাচক পরিকল্পনার বাস্ত্মব ফসল| গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর দলীয় সদস্যদের পারষ্পারিক অংশিদারিত্ব ও দায়বদ্ধতার প্রতীক হিসাবে সঞ্চয় ব্যবস্থাকে বিবেচনা করে| সঞ্চায়নের হার ও সঞ্চিত অর্থের ব্যবহার অবশ্যই গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট ও এর দলীয় সদস্যদের যৌথ সিদ্ধান্ত্ম মোতাবেক পরিচালিত হয়ে থাকে|

মোট সঞ্চয় ঃ ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত্ম

#	বিবরণ	সঞ্চয় স্থিতি	মন্ত্মব্য
১	সাধারন সঞ্চয় স্থিতি	২৩,৬৩,৩১,৬৩৭/-	
২	সেচ্ছা সঞ্চয় স্থিতি	২,০৩,৬৬,৩১৫/-	

৩	জিএমএসএস	১০,২৮,৯৫,১৯৮/-	
	মোট	৩৫,৯৫,৯৩,১৫০/-	

১.৩ ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের ড়ুদ্রঋণ একটি আদর্শ মডেল| ড়ুদ্র ঋণের ক্রমবিকাশের তিন দশকের বেশী সময় পার হয়েছে| অনেক গ্রাম ও শহরের অর্থনীতিতে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে| দেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বেড়েছে| প্রত্যড়া ও পরোড়া ভাবে মানুষের ক্রয় ড়ামতা বেড়েছে| জীবন যাত্রায় এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন| নারীর ড়ামতায়ন নারী পুরম্নষের বৈষম্য হ্রাস এবং সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টিতে ড়ুদ্র ঋণ অনন্য ভূমিকা পালন করেছে|

১.৪.ঋণ বিতরণ

ঋণ একদিকে গ্রহীতার দৈনন্দিন ন্যূনতম আর্থিক চাহিদাপূরনের পথ প্রশস্ত্ম করে অন্যদিকে তার পেশাগত দড়াতা বৃদ্ধিতে, সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে , সর্বোপরি আয় বাড়ানোর কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে সহায়তা করে| দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরীব| এদের অধিকাংশই ভূমিহীন, আশ্রয়হীন, অশিড়িাত ও বেকার| আমাদের দেশের সর্বমোট ঋণের চাহিদার মাত্র ৩০% থেকে ৪০% সরকারী /সরকারী বিভিন্ন ব্যাংক, সমবায় সমিতি, এনজিও ও পেশাভিত্তিক সংগঠন পূরণ করে থাকে| বাকী ৬০% থেকে ৭০% চাহিদা আত্মীয় - স্বজন, বন্ধু - বান্ধব , প্রতিবেশী, মহাজন ও ফড়িয়াদের মাধ্যমে পূরণ করে সুদখোর মহাজনের খপ্পরে পড়ে বিষয় সম্প ত্তি ও ভিটে - মাটি থেকে বিতাড়িত হয়ে থাকে| এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উপার্জনড়াম কর্মী বাহিনীতে রূপান্ত্মরিত করতে হবে| সমাজের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হবে| তাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে

প্রয়োজন পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে ঋণে মাধ্যমে আয় বাড়ানোর কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দড়্গাতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা|

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর প্রত্যেড়্গা নিয়ন্ত্রণে সংগঠিত প্রত্যেকটি নর- নারীকে আত্ম-কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই হচ্ছে ঋণ দান কর্মসূচীর লড়্গ্য|

ক্ষুদ্রঋণ এর আওতাভুক্ত ফুটেজ

ক্ষুদ্রঋণের আওতায় সদস্যদের মাঝে ঋণের বিতরন করা হচ্ছে ।

গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের ফান্ডের উৎস

#	ফান্ডের উৎস	এ পর্যন্ত্ম ফান্ডের পরিমান	মন্ত্মব্য
১	পলস্নী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন	১৮,১০,০৬,৬৬০/-	
২	সরকারী ও বানিজ্যিক ব্যাংকসমূহ	২৭,০৬,৫০,৭০৬/-	
৩	নীট উদ্ধৃত্ত	২১,০৮,২১,২৬৯/-	

৪	মোট সঞ্চয়	**৩৫৯,৫৯৩,১৫০/-**	
	সর্বমোট	১০২,২০,৭১,৭৮৫/-	

এক নজরে ঋণ কার্যক্রমের বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতি

#	বিবরন	জুন'২০১৫	জুন'২০১৬	জুন'২০১৭	জুন'২০১৮	জুন'২০১৯
১	সমিতি	১,২৬৫	১,৩৮১	১,৫৫১	১,৮১৫	১,৮৩৭
২	সদস্য	২৭,১০১	৩৩,২২৭	৩৭,১২১	৪৩,৬০২	৪৬,১০৪
৩	ঋণী	১৮,৯৮২	২৪,০৮৬	২৬,৮২৯	৩৪,০০২	৩৫,৫৪৩
৪	সঞ্চয় স্থিতি	১২,৬৬,৩৮,৪৫১	১৮,৩৫,৪৭,৭৭৫	২৩,৩৩,১৬,২২৯	৩১,২৭,৯৭,৬২৬	**৩৫,৯৫,৯৩,১৫০**
৫	ঋণ স্থিতি	৩৬,৮০,১৫,৮১২	৪৭,১৫,৪১৮৬৯	৫৮,৫২,৭৬,২৮২	৮৩,৮৪,৯৪,৮১৭	৯৮,০৮,৮২,৬১৮
৬	আদায়ের হার	৯৯.৬২%	৯৯.৬৮%	৯৯.৬৪%	৯৯.৬৯%	৯৯.৫১%

৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত্ম জোন ভিত্তিক কার্যক্রমের তথ্য

#	বিবরন	সমিতি	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	সাধারন সঞ্চয় স্থিতি	সেচ্ছা সঞ্চয় স্থিতি	জিএমএস এস স্থিতি	জাগরন ঋণ স্থিতি	অগ্রসর ঋণ স্থিতি	বুনিয়াদ ঋণ স্থিতি	সুফলন ঋণ স্থিতি	মোট ঋণ স্থিতি	মোট বকেয়া স্থিতি
১	সাটুরিয়া জোন	৩৯৬	১০,৩৭৩	৮১৬৬	**৫৮,২৫৬,৫৭৮**	**৪,৪৯৮,৪১৭**	**৪১,৬৩৩,৩১০**	১১৩,৮৮৯,৯২৩	৫৬,৭৫৯,০০০	৮,০২১,৭৬১	৪৯,৭৫৩,৫৫১	২২৮,৪২৪,২৩৫	৮,৪৭৪,২২৬
২	মানিকগঞ্জ জোন	৩৯৭	১০,০৭৯	৭৫০৮	**৪৯,৪০০,১৫৩**	**৩,৬০৮,৭০২**	**১৮,২৭৯,৩৩০**	১০৯,৬৪৯,১৩৪	৩৫,১৬৭,৭৭৯	৫,৪৮৭,৫১৫	৪৯,৭৪২,৩২১	২০০,০৪৬,৭৪৯	১৩,৩৫০,২৯৭
৩	বাথুলী জোন	৩৮৬	১০,২৯৭	৮৬৩৬	**৬৩,৭৮৮,৯০৯**	**৭,০১৭,৩৬৫**	**২৬,৪৮৮,৬৮১**	১২৫,৩০৪,১৪৬	৯৪,১৪৬,৫১১	৭,০২০,৫০৬	৪৪,০৫৫,৪২৪	২৭০,৫২৬,৫৮৭	২,৭২৭,৩২৫
৪	আন্ধারমানিক জোন	৩৪১	৮,৩৯৬	৬২৮৭	**৩৮,৮৮৩,৩৫৫**	**৩,৫৬১,৬০৭**	**১২,৬৪৯,২৮৩**	৯৯,৫১৯,৪০৬	২০,১৩১,১৬৪	৩,১৫৯,১৯১	৩৭,৩১৩,১২০	১৬০,১২২,৮৮১	৮,০৭২,২৭৭
৫	টেপড়া জোন	৩১৭	৬,৯৫৯	৪৯৪৬	**২৬,০০২,৬৪২**	**১,৬৮০,২২৪**	**৩,৮৪৪,৫৯৪**	৭৮,৯৫১,৯০৬	১৪,১৫০,৮৪৮	২,১২২,৯৫৫	২৬,৫৩৬,৪৫৭	১২১,৭৬২,১৬৬	৮,৯৬৯,১৭৫
মোট		১৮৩৭	৪৬,১০	৩৫৫	২৩৬,৩৩১,৬	২০,৩৬৬,	১০২,৮৯৫,১	৫২৭,৩১৪,	২২০,৩৫৫,	২৫,৮১১,৯	২০৭,৪০০,	৯৮০,৮৮২,৬	৪১,৫৯৩,৩

		৪	৪৩	৩৭	৩১৫	৯৮	৫১৫	৩০২	২৮	৮৭৩	১৮	০০

এক নজরে জিকেটি - ২০১৮-২০১৯

ক্রমিক নং	বিবরন	জুন/২০১৮ইং পর্যন্ত্ম	জুন/২০১৯ ইং পর্যন্ত্ম
১	শাখার সংখ্যা	২৪টি	২৫টি
২	লোকবল	২৫৪ জন	২৭০ জন
৩	গ্রাম সংখ্যা	৫৮৪ টি	৫৮৪ টি
৪	ইউনিয়ন সংখ্যা	৮৪টি	৮৫টি
৫	উপজেলা সংখ্যা	১২টি	১২টি
৬	জেলা সংখ্যা	৪টি	৪টি
৭	সমিতি সংখ্যা	১,৮১৫টি	১,৮৩৭টি
৮	সদস্য সংখ্যা	৪৩,৬০২ জন	৪৬,১০৪ জন
৯	ঋণী সংখ্যা	৩৪,০০২জন	৩৫,৫৪৩জন
১০	ঋণী কাভারেজ	৭৭.৯৮%	৭৭.০৯%
১১	ঋণ স্থিতি	৮৩৮,৪৯৪,৮১৮/-	৯৮,০৮,৮২,৬১৮/-
১২	সাধারন সঞ্চয় স্থিতি	২০৪,০৪৪,১৮০/-	২৩,৬৩,৩১,৬৩৭/-
১৩	সেচ্ছা সঞ্চয় স্থিতি	১০,৯৪৪,০৭৭/-	২,০৩,৬৬,৩১৫/-

১৪	জিকেটি মাসিক সঞ্চয় স্কীম	৯৭,৮০৯,৩৬৯/-	১০,২৮,৯৫,১৯৮/-
১৫	বকেয়া স্থিতি	**২০,৭৪৬,১৮৯/-**	**৪,১৫,৯৩,৩০০ /-**
১৬	ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার	৯৯.৬৯ %	৯৯.৫১ %
১৭	চঅজ	৪.৪০%	৭.২০%
১৮	ঙঞজ	৯৭.১০%	৯৫.৪১%

১.৫ ঋণ বিতরণের কম্পো ানেন্ট সমূহঃ

১.৫.১ বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম|
১.৫.২ জাগরণ ঋণ কার্যক্রম|
১.৫.৩ অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম|
১.৫.৪ সুফলন ঋণ কার্যক্রম|

বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্ন্তর্ভুক্ত করা| প্রচলিত অর্থে দারিদ্রতা বলতে আমরা বুঝি বিভিন্ন স্তরের সুবিধা বঞ্চিত এবং প্রতিকুল পরিস্থিতিতে অবস্থানরত জনগোষ্ঠী যারা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিকভাবে বঞ্চিত , যাদের স্থায়ী আবাসন নাই, যারা শিড়্গা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত ,

যাদের ঋণ সুবিধা গ্রহনের সুযোগ নেই এবং যারা অত্যন্ত্ম দরিদ্র , অতি দরিদ্র ইত্যাদি নামে নামকরন করা হয়| জাতিগতভাবে সর্বজনগৃহীত দারিদ্রের কোন সংজ্ঞা নেই| সাধারন অর্থে দারিদ্রতাকে একটি পরিবারের মৌলিক মর্যাদা ও অধিকার রড়্গার অড়্গামতার সাথে সম্পর্কিত করা যেতে পারে| সাধারন ভাবে বুনিয়াদ বলতে যাদের বেচেঁ থাকার জন্য মানবিক মর্যাদার সাথে মৌলিক চাহিদা পূরনের উপায় ও সংগতি নেই তাদেরকে বুঝায়|

- বেচেঁ থাকার জন্য বুনিয়াদ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণে সড়্গাম নয়|
- সারা বছর দু- বেলা প্রধান খাদ্যের চাহিদা পূরণে অড়্গাম |
- নিরাপদ পানি স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত|
- আরোগ্য লাভের জন্য উন্নত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত|
- স্বাস্থ্য বান্ধব পরিবেশ থেকে বঞ্চিত|

এমন অবস্থান থেকে উন্নয়নের লড়্গ্যে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট তাদের মধ্যে খাত ভিত্তিক ঋণ প্রদান করে থাকে| ঋণের লড়্গ্য মাত্রা এক সঙ্গে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা|

৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত্ম বুনিয়াদ খাতে তথ্য

#	বিবরন	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৮	ঋণ স্থিতি ২০১৯
১	কৃষি কাজ (বর্গা জমি)	২৯০০	১৪৪৫	৫৬০৪২৫০০	৪৬৪৪২০৮০	৯৫৪৯৪২০	৯৬০০৪২০
২	ক্ষুদ্র ব্যবসা(কাঁচা মালের ব্যবসাঁ)	১৭৪০	৭২০	৪২৫৫০০০০	৪১০০৪৯৮০	১৫২০০২০	১৫৪৫০২০
৩	হস্ত্ম	১১৫৫	৫০০	২০৯৫৩০০০	২০৬৯২৩১৬	২৪৪৬৮৪	২৬০৬৮৪

	শিল্প(বাস,বেত)						
৪	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন (মুড়ি,চিড়া প্রস্তুত)	৩০০	২১০	২৭০০০০০০	২৪১৪৮৪৭০	২৮১৪২৩০	২৮৫১৫৩০
৫	রিকসা/ ভ্যান ক্রয়	৩৭৫	১৮৬	২২০০০০০০	২০১০৭৬৭৫	১৮৭১৩২৫	১৮৯২৩২৫
৬	দর্জি/এম্বোডারীর কাজ	৪১৫	৩১২	২০০০০০০০	১৬৯০৭৭৭১	৩০৩২২২৯	৩০৯২২২৯
৭	গরম্ন-মোটাতাজাকরন করণ	৪১০	২১২	২৪৫০০০০০	২২৮০৯৭০০	১৬৭২৩৩০	১৬৯০৩০০
৮	ছাগল পালন	৩১৫	১৫০	২১৮০০০০০	২০০৬৪৮৮০	১৭৩২১২০	১৭৩৫১২০
৯	হাঁস - মুরগী পালন	৩৪০	১৯০	২৪৩০০০০০	২২৫৫৯৩৮০	১৭২১৫৩০	১৭৪০৬২০
১০	অন্যান্য	১৪৬৪	১০২৬	৫৭৮৫০০০০	৫৬৪৪৬৩২০	১৩৬১২২৬	১৪০৩৬৮০
	মোট	৯৪১৪	৪৯৫১	৩১৬৯৯৫৫০০	২৯১১৮৩৫৭২	২৫৫১৯১১৪	২৫৮১১৯২৮

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট বুনিয়াদ সদস্যদের যে সমস্থ সুযোগ প্রদান করে থাকেঃ

- সদস্য ভর্তি ফি পাশ বহি ও অন্যান্য বাবদ এমনকি বীমা বাবদ কোন প্রকার টাকা নেওয়া হয় না|

- সার্ভিস চার্জ ও অন্য প্রোগ্রামে তহবিল হতে বুনিয়াদ সদস্যদের বীমা ঝুঁকি ও ব্যয় নির্বাহ করে থাকে|
- বুনিয়াদ সদস্যদের ঋণ প্রদান করা হয় সদস্যের চাহিদা মাফিক|
- জিকেটি ও বর্তমান কর্মএলাকায় যে সকল বুনিয়াদ সদস্য এখনো বুনিয়াদ কায়ক্রমের অন্ত্মভ্ক্ত হতে পারে নাই জিকেটি তাদের অন্ত্মর্ভূক্ত করণের যাবতীয় ব্যবস্থা করবে যাতে কোন এলাকায় কোন বুনিয়াদ সদস্য বাদ না পড়ে|

সদস্যার নাম ঃ লিপি বণিক

স্বামীর নাম ঃ শ্যামল বণিক

স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম-ভাটারা ,পোঃ- বালিয়াটী , থানাঃ সাটুরিয়া ,জেলা-মানিকগঞ্জ|

সমিতি নাম ঃ ভাটারা মহিলা সমিতি (৮০ম)

জিকেটি সদস্য পদ গ্রহনের তারিখ ঃ ২১/১১/২০০৯ইং

১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমাণ ঃ ৫,০০০/- টাকা

বর্তমান গৃহীত ঋণের পরিমান ঃ ১০,০০০/-

ঋণের ধরন ঃ বুনিয়াদ

প্রকল্পের নাম ঃ কদমা তৈরী

লিপি বণিকের স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না| তিনি অন্যের জমিতে কাজ করে| কোন রকম সংসার চালাতেন| বাড়িতে ছোট একটি টিনের ঘর ছিল|সদস্যা লিপি বণিক তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সাটুরিয়া শাখায় গত ২১/১১/২০১৮ ইং সালে সদস্যা পদ গ্রহণ করে| প্রথম পর্যায়ে জিকেটির গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সাটুরিয়া শাখা হতে ৫,০০০/= টাকা নিয়ে কদমার তৈরীর কাজ শুরম্ন করেন| পরবর্তীতে ঋণের টাকা কিছু বাড়িয়ে জিকেটি হতে সে কয়েক ধাপে ঋণ গ্রহন করে তার ব্যবসা বাড়াতে থাকে | এভাবে ধীরে ধীরে তার ব্যবসার পরিধি বাড়তে থাকে এবং সংসারে আয়ও বাড়তে থাকে| বর্তমানে সদস্যা লিপির স্বামী বাড়িতে একটি বিরাট টিনের ঘর দিয়েছেন | যে লোকটি আগে অন্যের ব্যবসা দেখাশুনা করে সামান্য আয়ে সংসার চালাতেন আজ তারই ব্যবসার আয় হতে জমি ক্রয় করা সম্ভব হয়েছে| বর্তমানে সদস্যা অনুরাধার বাড়িতে একটি বিরাট চৌ -চালা পস্নাস্টার করা টিনের ঘর ছাড়াও আরও একটি বাংলো ঘরও রয়েছে| প্রতি বছর কদমার ব্যবসা হতে তা ১,০০,০০০/- (এক লড়া) টাকা আয় হচ্ছে| তার অবস্থা দেখে গ্রম্নপের অন্য সদস্যরাও জিকেটি হতে ঋণ নিয়ে কদমা তৈরীর ব্যবসায় আগ্রহী হচ্ছে| বর্তমানে

লিপি বণিকের পরিবারে আর কোন অভাব অনটন নেই | সে এখন এক ছেলে ও এক মেয়েকে লেখা পড়া করাচ্ছে এবং সুখে -শান্তিতে জীবন যাপন করছেন|

১.৫.২ জাগরণ ঋণ কার্যক্রম

সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে মহিলাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কর্মক্ষম বেকার জনগোষ্ঠীকে পুনরুৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করাই হচ্ছে জাগরণ ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য|

- সমাজে অধিক হারে বহুমূখী কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করার মাধ্যমে সমাজকে উৎপাদনমুখী ও উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা|
- অধিক হারে কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক হারে সামাজিক কর্তব্য পালনে সক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা|

পলস্নী এলাকায় বসবাসকারী যে সব পরিবারের আবাদযোগ্য জমির পরিমান ৫০ শতকের কম বা যাদের মোট সম্পদের পরিমান ঐ এলাকার এক একর জমির মূল্যের বেশী নয়, তাদেরকে বিত্তহীন ভূমিহীন হিসেবে ঋণ পাওয়ার যোগ্য বলে ধরা হয়| গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ (জাগরণ) কার্যক্রম জিকেটি ঋণ কার্যক্রমের শুরুতেই চালু করে| যার আওতায় গ্রামের দরিদ্র উপকারভোগীরা বিশেষ করে মহিলারা বিভিন্ন প্রকার আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণের অর্থ বিনিযোগ করে থাকে|

জাগরন ব্যবহারের বিভিন্ন খাতসমূহ নিম্নরুপঃ

১. কৃষিখাত ২.ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩. হাঁসমুরগী পালন ৪. গরু মোটাতাজাকরণ

৫. গাভী পালন ৬. ছাগল পালন ৭. কুটির শিল্প ৮. পরিবহন (রিকসা,ভ্যান ও ট্রলি)

৯. মৎস চাষ ১০. সবজী চাষ

এই লড়্যে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) বিগত ২০(বিশ) বৎসর যাবৎ জাগরণ ঋণ কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে পরিচালনা করে আসছে|

৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত্ম জাগরন খাতে তথ্য

#	বিবরন	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৮	ঋণ স্থিতি ২০১৯
১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১৩১২৫	১০৬৩১	২১৩০৫৮২৮০০	১৯১৪৭৮৫৯৯৪	১৮১৬৩৭০৩৩	২১০০৫৮৩৯৩
২	কৃষি কাজ	৫২৫০	৪২৫২	৮৫২২৩৩১২০	৭৬৭৮৬২৭৯৮	৮০০৫৮৫৯৬	৮৪৩৭০৩২২
৩	রিক্সা /ভ্যান	২২৯৭	১৮৬০	৩৭২৮৫১৯৯০	৩৩৫৯৩৯৫৭৪	২৭৫৪৫৮০০	৩৬৯১২৮১৬
৪	হস্ত্ম শিল্প	১৯৬৯	১৫৯৫	৩১৯৫৮৭৪২০	২৮৭৯৪৬৫৪৯	২৮৫০২৪৫০	৩১৬৩৬৮৭১
৫	গাভী পালন	৩৬০৯	২৯২৩	৫৮৫৯১০২৭০	৫২৭৯০৫৬৭৩	৭০৮২৯২২০	৫৮০০৪৫৯৭
৬	মৎস্য চাষ	১৬৪১	১৩২৯	২৬৬৩২২৮৫০	২৩৯৯৫৭১২৪	১২০৭১৮০০	২৬৩৬৫৭২৬
৭	মুরগী পালন	১৩১৩	১০৬৩	২১৩০৫৮২৮০	১৯৭৫০৬৩৫৮	২৬২৮৬৬০০	২১০৯২৫৮১
৮	ছাগল পালন	৬৫৬	৫৩২	১০৬৫২৯১৪০	৯৫৯৮২৮৫০	২১২৩২৯০০	১০৫৪৬২৯০
৯	সবজী চাষ	২৬২৫	২১২৬	৪২৬১১৬৫৬০	৩৮৩৯৩১৪০	৩২৫০৫৭৬০	৪২১৮৫১৬১

১০	অন্যান্য	৩২৮	২৬৬	৫৩২৬৪৫৭০	৪৭৯৯১৪২৫	৮৯৫০০০	৫২৭৩১৪৫
	মোট	৩২৮১৩	২৬৫৭৭	৫৩২৬৪৫৭০০০	৪৭৯৯১৪২৪৮৫	৪৮১৫৬৫১৫৯	৫২৬৪৪৫৯০২

রাশেদা

সদস্যার নাম ঃ রাশেদা বেগম

স্বামীর নাম ঃ মহর আলী

স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম-রাধানাগর ,পোঃ- সাটুরিয়া , থানাঃ সাটুরিয়া ,জেলা-মানিকগঞ্জ|

সমিতি নাম ঃ রাধানগর মহিলা সমিতি (২০ম)

জিকেটি সদস্য পদ গ্রহনের তারিখঃ ২৬/০৮/২০০৯

১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমাণ ঃ ১০,০০০ টাকা

বর্তমান গৃহীত ঋণের পরিমান ঃ ৪০,০০০/-

ঋণের ধরন ঃ জাগরন

প্রকল্পের নাম ঃ বেগুন চাষ

সদস্যা রাশেদা বেগম তার স্বামীর সাথে পরামর্শ করে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সাটুরিয়া শাখায় গত ২৬/০৮/২০০৯ ইং সালে সদস্যা পদ গ্রহণ করে| প্রথম পর্যায়ে জিকেটির গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সাটুরিয়া শাখা হতে ১০,০০০/= টাকা নিয়ে বেগুন চাষ শুরম্ন করেন| ২ম পর্যায়ে সে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে লাউ এর চাষ শুরম্ন করেন| এভাবে কৃষি কাজের কারনে তাহাকে আমাদের শাখা হতে অনেক ধাপে ঋণ গ্রহন করে থাকেন| পরবর্তীতে তিনি কৃষি কাজ উন্নতি করায় বর্তমানে এখন ৪০,০০০/- টাকার ঋণের কিস্তি চালাচ্ছেন| এর পাশাপাশি তিনি গরম্ন মোটাতাজা করন ঋণের মাধ্যমে ২৫,০০০/- (পচিঁশ হাজার) টাকা ষাড় গরম্ন ক্রয় করে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন| এভাবে কাজ করে তিনি তার দু সন্তানকে সুশিড়্গিত করেছেন| তাহার সন্তানরা এখন উপার্জন করতে পারে| তার এক ছেলে অনার্স পড়ছে আরেক ছেলে পড়াশুনার পাশাপাশি তার বাবা ও মাকে তাদের বেগুন চাষের কাজে সাহায্য সহযোগীতা করছেন| তাদের সংসারে এখন আর কোন অভাব অনটন নেই| জিকেটির সদস্য হওয়ার

কারনে তাদের পরিস্থিতি ঘুরে দাঁরিয়েছেন| এই ভাবে তিনি খারাপ অবস্থা থেকে ভালর দিকে এগিয়ে নিতে সড়্গম হয়েছেন|

১.৫.৩ অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা নিরসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রেড়্গিাতে ড়্গুদ্র ও মাঝারী ঋণ কার্যক্রম একটি গুরম্নত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে | ড়্গুদ্র ঋণ কার্যক্রম সন্তোষজনক ভাবে পরিচালনার ফলে দীর্ঘদিন যাবৎ পর্যায়ক্রমে ঋণ গ্রহণ করে অনেক ঋণ গ্রহীতা তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করতে সড়্গম হয়েছে| সদস্যদের আয় ও দড়্গতা বৃদ্ধি পেয়েছে| এভাবে অনেক সদস্যের প্রকল্পের পরিসর বৃদ্ধি পেলেও এ সকল বুনিয়াদ ও জাগরণ সদস্যদের সার্বিক চাহিদা প্রচলিত ঋণের আওতায় মেটানো সম্ভব ছিল না তাই দারিদ্র দূরীকরণ ত্বরান্বিত এবং ড়্গুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি ও সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি সেবা ও পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লড়্গ্যে বুনিয়াদ ও জাগরন হতে এক বৎসর সফলভাবে উত্তীর্ণ ঋণ গ্রহীতাদের ড়্গুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে উন্নীতকরণের মানসে এবং সর্বোপরি মাঠ পর্যায়ের বাস্তবভিত্তিক চাহিদার পরিপ্রেড়্গিতে পিকেএসএফ এর সহায়তায় গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) ২০০৫ সাল হতে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে| উদ্যেক্তাদের একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির আওতায় আর্থিক সহায়তা দান ও ড়্গুদ্র শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশ তৈরী করে দড়্গ উদ্যোক্তা মানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি বাড়ানোই হ'ল এ ঋণ কার্যক্রমের লড়্গ্য| পাশাপাশি ড়্গুদ্র শিল্পের বিকাশ ও পরবর্তীতে উদ্যোক্তা শ্রেণী হিসেবে এস এম সি তে অংশগ্রহণ করানো, তাদের মাধ্যমে প্রত্যড়্গ ও পরোড়্গ ভাবে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এ কার্যক্রমের বিশেষ লড়্গ্য | উদ্যেক্তাদেরকে পরবর্তীতে ব্যাপক ভিত্তিক প্রসার ঘটানোর মত প্রকল্পের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া

অগ্রসর ঋণ কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য| উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বর্তমানে বিভিন্ন উদ্যোগ পরিচালনার জন্য ঋণ খাত অনুযায়ী ৫১০০০/-(একান্ন হাজার) হতে ১০,০০,০০০/- (দশ লড়া) টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়|

অগ্রসর ঋণের উদ্দেশ্য

ক) আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

খ) উৎপাদন প্রক্রিয়া হতে কোন কারণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে পুনরায় উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করা;

গ) সমাজে অধিক হারে বহুমুখী কর্মড়োত্র সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজকে উৎপাদন মুখী ও উপার্জনড়াম করে গড়ে তোলা;

ঘ) কর্মসংস্থানের প্রয়োজনের দড়াতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অধিক হারে সামাজিক কর্তব্য পালনে সড়াম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা|

৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত অগ্রসর খাতে তথ্য

#	বিবরন	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৮	ঋণ স্থিতি ২০১৯
১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	১০৯৮	১০২৪	৮২১০৬২০০০	৬৯০২১৮১২১	৪৩৭৬৮৭৫০	১৩০৮৪৩৮৭৯
২	গবাদী পশু পালন	৫৬৬	৫১৭	১০৭০৭৯০০০	১০৪৩৯৮৯৫৩	১৫২৯৪৯৬৩	২৬৮০০৪৭
৩	হাঁস মুরগী পালন	৪৩৭	৪০৪	২৬২১২৩০০০	২৫০৭০২৫০২	১৮৬৪৬০৭৯	১১৪২০৪৯৮
৪	কৃষি	৪৪৩	৩৭৯	৬৬৩১৬০০০	৫২৬৯৪৭৪১	৭৮৮৫৯৮৫	১৩৬২১২৫৯
৫	ক্ষুদ্র কুটির শিল্প	২৭৮	২৫৫	১০৭০৪৬০০০	১০০১৯২৫২৯	১১৬৩৪১৪২	৬৮৫৩৪৭১
৬	মৎস্য চাষ	২৫৬	২৩১	১৬৪০৫৭০০০	১৫০১৪৮৬৪৮	১৪৬৪৪৫৫৩	১৩৯০৮৩৫২
৭	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন	৮৭	৭৫	১০১০৩২০০০	১০০৭০৮৫১৭	১৫০০৫৯৫৫	৩২৩৪৮৩
৮	পরিবহন	১৯৭	১৮০	১০৯৬৩৮০০০	১০০০০৮৫১৭	৫৫০৪৮৫৩	৯৬২৯৪৮৩
৯	জুয়েলারী কাজ	২১৩	১৯৩	২২০৩৯০০০	২০৮২২৪১৪	১২৭৭৫০৬	১২১৬৫৮৬

১০	ঔষধের ব্যবসা	৬৫	৫০	৩৫৯০৯০০০	৩১৬৯৬৫৬৩	৯৪৯১০৪৬	৪২১২৪৩৭
১১	মোবাইল ফোন, ফ্যাক্স	১১০	৯১	৩৮৫৪৯০০০	৩২৭২৪৭৭০	৮৯৭৯৬৪৪	৫৮২৪২৩০
১২	বেকারী পন্য	৪২	৩০	২৮০১৯০০০০	২৬৩৯৭৬৫৫০	২৩৬৮৮৩৫	১৬২১৩৪৫০
১৩	মিষ্টি তৈরী	৮৫	৭২	২৪০১৩০০০	২০৪০৪৮৭৩	১৩৫৭৬৩৩	৩৬০৮১২৭
	মোট	৩৮৭৭	৩৫০১	২১৩৯০৫৩০০০	১৯১৮৬৯৭৬৯৮	১৫৫৮৫৯৯৪৪	২২০৩৫৫৩০২

সদস্যার নাম ঃ হামিদা বেগম

স্বামীর নাম ঃ মৃত সিদ্দিক

সমিতির নাম ঃ তরা মহিলা সমিতি ৫০/ম

ঋণ প্রকল্পের নাম ঃ টিস্যু ব্যাগ তৈরী

বর্তমান ঋণের পরিমান ঃ ১,৫০,০০০/-

সদস্যর ধরন ঃ অগ্রসর

ছেলে মেয়ে ঃ ১ মেয়ে|

১৯৯৮ইং সালে সদস্যার স্বামীর ক্যানসার ধরা পরে| সে সময় তার মেয়ের বয়স মাত্র ৬মাস| তখন তাদের যৌথ পরিবার ছিল| হামিদার স্বামী এবং তার (স্বামীর) ভাই যৌথ ভাবে শাড়ী কাপরের ব্যবসা করতেন| এভাবে তিনটি বছর কেটে যায়| তার স্বামী ব্যবসার সকল কিছু লিখে নেয়| অতঃপর হামিদা, তার স্বামী ,তার শাশুরী ও ননদকে নিয়ে বাড়ী থেকে মানিকগঞ্জ বাসা ভাড়া নেয়| তার সোনার অলংকার বন্ধক রেখে তার স্বামীর চিকিৎসা করতে শুরম্ন করে| এক পর্যায়ে তার স্বামী কিছুটা সুস্থ হয়| এদিকে স্বামীর চিকিৎসা করতে করতে তিনি একবারে নিঃস্ব হয়ে যান| অতঃপর হামিদা তার এক পরিচিত লোকের মাধ্যমে তার স্বামীকে গাজীপুরে একটি কাপড়ের ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন| লোকটি তাদের র্দুদশার কথা শুনে হামিদার স্বামীকে তার ব্যবসায়ে পাইকারী বিক্রেতা হিসেবে নিয়োগ দেন| এ ভাবে হামিদা বেগমের স্বামী বিভিন্ন জেলায় জেলায় কাপড় বিক্রি করতে থাকেন| এক বছরে প্রায় ৮,০০,০০০/- টাকা মূলধন হয়| এ দিকে হামিদার স্বামীর ভাইয়েরা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির কথা জানতে পারেন| তারা হামিদার স্বামীর ঠিকানায় বিভিন্ন পাইকার দোকান থেকে মালপত্র কিনে বিল পরিশোধ করেন না| ফলে পাইকাররা হামিদার স্বামীর কাছে এসে বিল নিয়ে যায়| এভাবে কয়েটা বিল পরিশোধ করতে হয়েছে হামিদা বেগমের স্বামীকে| হঠাৎ এক দিন রাতে সিংগাইর থেকে মানিকগঞ্জ ফেরার পথে ছিনতাইকারীরা অস্ত্র দেখিয়ে তার নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়| ঐদিনের ঘটনায় ভয় পেয়ে হামিদার স্বামীর হৃদরোগ হয়| তার পর আবার শুরম্ন হয় তাদের সেই পূর্বের দুর্দশা| অভাব যেন পিছু ছাড়ে না| তিন থেকে চার মাস চিকিৎসা করার পর সদস্যার স্বামী মারা যান| এক বছর তাদের সংসার খুবই কষ্টে কাটে| সাহায্য করার মত কেউ ছিলো না, এমন কি কোনো এন.জি.ও তাকে কোন ঋণ দিচ্ছিল না| ২০১০ সালে তিনি তরা বাসা ভাড়া নেন এবং গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের ডাউটিয়া শাখার আওতাধীন তরা মহিলা সমিতে সদস্য হিসেবে ভর্তি হন| ২০১২ইং সালে ১ম দফায় ২০,০০০/- ঋণ গ্রহন করে একটি সেলাই মেশিন ক্রয় করেন| প্রথমে নেট ব্যাগ তৈরীর কাজ শুরম্ন করেন এবং সংসার চালানো শুরম্ন করেন| ২য় দফায় ৪০,০০০/- ঋণ গ্রহন করেন এবং আরও একটি সেলাই

মেশিন ক্রয় করেন| এভাবে ব্যবসার বিস্ত্মার লাভ হতে থাকে| পরবর্তীতে ৩য় দফায় ৮০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে এবং ব্যবসার পুঁজি থেকে ২,৭০,০০/-টাকা দিয়ে মোট ৩,৫০,০০০/- টাকা দিয়ে আধুনিক সেলাই ও কাঠিং মেশিন ক্রয় করেন| বর্তমানে হামিদা বেগমের ব্যবসয়ের মোট মুলধন ১০,০০,০০০/- টাকা| বর্তমানে হামিদা বেগম তরা জমি ক্রয় করে বাড়ি করেছেন| বর্তমানে হামিদা বেগমের ব্যবসায়ে ৬জন কর্মচারী কাজ করছেন|বর্তমানে হামিদা বেগম ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ চালাচ্ছেন| হামিদা বেগমের মেয়ে কলেজে লেখা পড়া করতেছেন| তাদের সংসার এখন ভাল ভাবেই চলছে|

সদস্যর নাম ঃ মাজেদা বেগম
স্বামীর নাম ঃ মোঃ আসলাম হোসেন
সমিতির নাম ঃ শ্রীরামপুর মহিলা সমিতি
ঋণ প্রকল্পের নাম ঃ মুরগী পালন ও ডিম উৎপাদন
বর্তমান ঋণের পরিমান ঃ ৫০,০০০/-
ঋণের ধরন ঃ অগ্রসর

মোসাঃ মাজেদা আক্তার , স্বামী মোঃ আসলাম হোসেন , গ্রামঃ শ্রীরামপুর, ডাকঘরঃ কালামপুর, উপজেলাঃ ধামরাই, ঢাকা| তিনি গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট বাসনা শাখায় ১০ বছর যাবৎ নিয়মিত সদস্য| তিনি সদস্যপদ গ্রহন করার পূর্বে বেকার ছিলেন| তিনি গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট হতে সর্বপ্রথম ৬০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে একটি পোল্টি মুরগীর ফার্ম দেন, ফার্মে ২০০ মুরগী তোলেন এবং ডিম উৎপাদন করেন| এতে তিনি অনেক লাভবান হলেন্ আবার সে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে এক হাজার মুরগী তোলে এবং ফার্ম আরও একটি বাড়ান| এরপর তিনি পর্যায় ক্রমে ঋণ গ্রহন করে বর্তমানে ৫,০০,০০০/- টাকা| ঋণ গ্রহন করে ডিম উৎপাদন করে ৫টি ফার্ম ,১টি পোল্টী ফীড কারখানা তৈরি করেন| ৫টি ফার্মে উনার ৯,৫০০ লেয়ার মুরগীর আছে , তা হতে

৩০০০ মুরগি ডিম দেয় এবং ৫,৫০০ বয়লার মুরগীর মাধ্যমে মাংশ উৎপাদন করেন| তিনি বর্তমানে ৯০ শতাংশ জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত মুরগীর খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরম্ন করেন| নিজের মুরগী চাহিদা মিটিয়ে খাদ্য বাজার বিক্রি করতে পারেন| এখন সে স্বয়ং সম্পূর্ন| ২ মেয়ে ১ ছেলে নিয়ে সুখের সংসার| তার বড় মেয়ে সপ্তম শ্রেনী, ছোট মেয়ে প্রথম শ্রেনীতে পড়াশোনা করেন|

১.৫.৪ সুফলন ঋণ কার্যক্রম

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার স্বার্থে সুফলন ঋণের ব্যবহার করে থাকে| বিভিন্ন সমিতির সদস্য বিশেষ করে জাগরণ ও বুনিয়াদ ঋণীদের মাঝে সুফলন ঋণের নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করা হয়| এই লড়্যেই গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় বিগত ১০ বছর যাবৎ সুফলন ঋণের আওতায় সবজি , বোরো ধান চাষ , ভুট্টা চাষ , গরম্ন মোটাতাজাকরন ও মৎস্য চাষ প্রকল্পে ঋণ দান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছে| সুফলন ঋণ কার্যক্রম মূলতঃ মৌসুমী ঋণ কার্যক্রম| মৌসুম ভিত্তিক সমন্বিত কৃষি কার্যক্রমে এই ঋণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে| প্রকল্প অনুযায়ী ছয় মাস/ নয় মাস সময় ভিত্তিক এককালীন ঋণ প্রদান ও সার্ভিস চার্জসহ এককালীন ঋণ আদায় করা হয়ে

থাকে| প্রকল্পের খাত অনুযায়ী এই ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং হচ্ছে ৩৫,০০০/- টাকা ২০১৮-১৯ সনের ঋণের তথ্য নিম্নরূপঃ

৩০ শে জুন'২০১৯ ইং পর্যন্ত সুফলন খাতের তথ্য

#	বিবরণ	সদস্য সংখ্যা	এ যাবৎ ঋণ বিতরণ	এ যাবৎ ঋণ আদায়	ঋণ স্থিতি ২০১৮	বর্তমান ঋণ	ঋণ ২০
১	গরম্নমোটাতাজাকরন	৩৫৮৫৮	১১৪৪৫৯৫০০০	৯৯৯৫৬৫০০০	১২৭৫৮০৬০১	৫৭৩০	১৪৫০
২	সবজী চাষ	৫০০০	১৫০০০০০০০	১০৯৯৪৫০০০	৩৮৪৫৫০০০	১৭০০	৪০০
৩	ভুট্রা চাষ	১৫০০	৪৫০৬০০০০	৪৫০৬০০০০	০	০	
৪	পিয়াজ চাষ	১০০০	৩৬৭০০০০০	৩৬৭০০০০০	০	০	
৫	কাঁচামরিচ চাষ	১১৬০	৩৪৮০০০০০	১২৪৮৪১২৭	৭০২৫০০০	৮৪৬	২২৩
৬	ধান চাষ	৩০০০	৯০০০০০০০	৯০০০০০০০	২৪৯০০০০	০	
৭	মৎস্য চাষ	১০২০	৭১৪০০০০০	৭১৪০০০০০	০	০	
	মোট	৪৮৫৩৮	১৫৭২৫৫৫০০০	১৩৬৫১৫৪১২৭	১৭৫৫৫০৬০১	৮২৭৬	২০৭৪

১. শাখার নাম ঃ আজিমনগর শাখা

২. সদস্যর নাম ঃ ঝর্ণা রাণী

৩. স্বামীর নাম ঃ উত্তম ঘোষ

৪. সমিতির নাম ঃ গঙ্গাদিয়া মহিলা সমিতি

৫. সমিতি কোড ঃ ০০৮২/ম

৬. সদস্য কোড ঃ ০০৩

৭. সদস্য ভর্তির তারিখ ঃ ২৭/১০/২০১৬ইং

৮. ১ম দফায় ঋণের পরিমান ঃ ৩০,০০০/-

৯. প্রকল্পের নাম ঃ গাভী পালন

১০. বর্তমান ঋণের দফা ঃ ২য়

১১. বর্তমান ঋণের পরিমান ঃ ৩০,০০০/-

১২. ঋণের ধরন ঃ গরম্ন মোটাতাজাকরন

আজিমনগর শাখার একজন সফল উদ্যোক্তা ঝর্ণা রাণী | স্বামী উত্তম ঘোষ | তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৩ জন| পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার স্বামী | তাদের ১টি মেয়ে মাত্র| তাদের পরিবারে সদস্য সংখ্যা কম থাকা সত্ত্বেও তারা খুব সুখী ছিল না| তার স্বামীর ইচ্ছে ছিল সে একটা বড় জাতের গাভী পালন করে, দুধ উৎপাদন করার | কিন্তু তার গাভী কেনার মত এত টাকা ছিল না| তাই সে তার পাড়ার মহিলাদের কাছ থেকে শুনতে পারে "গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের"আজিমনগর শাখা গঙ্গাদিয়া মহিলা সমিতির সদস্য পদে ২৭/১০/২০১৬ ইং তারিখে ভর্তি হয় এবং সঞ্চয় জমা করতে থাকে| এভাবে কিছু টাকা সঞ্চয় জমা হলে, তার ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং ১ম দফায় অগ্রসর খাতে ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার)টাকা ঋণ গ্রহন করে| সেই ঋণের টাকা এবং তার কিছু টাকা দিয়ে একটা গাভী ক্রয় করে | সেই গাভী দৈনিক ১০-১২ লিটার দুধ দিয়ে থাকে | দুধ বিক্রি করে নিয়মিত কিস্তি দেন ও সংসারের বারতি চাহিদা পূরন করেন | তার স্বামীর কাজের বারতি আয় জমা করতে থাকে| ঝর্ণা রাণীর সংসারে অভাব অনটন ধীরে ধীরে দুর হতে থাকে| পরবর্তী বছরে সে ২য় দফায় ৯০,০০০/- (নব্বই হাজার)টাকা ঋণ নিয়ে আরো একটি গাভী ক্রয় করে এখন গরম্নর থাকার জায়গা এবং ঘরের দরকার হয়,তাই সে বড় করে ঘর তৈরি করেন | বর্তমানে গাভী ২টি দুধ দেয় ২০-২৫ লিটার| দুধ বিক্রি করে দৈনিক ৮০০-১০০০ টাকা এভাবে তার সংসারে সুখের মুখ দেখতে থাকে | বর্তমানে তার ২টি গাভী ২ টি বাছুর আছে এবং তার পুজি প্রায় ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লড়া) টাকা | তার মেয়ে পড়া-শুনা করছে | ঝর্ণা রাণী একজন সফল উদ্যোগী নারী | আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই|

২| প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ বিভাগের কর্তব্য হচ্ছে গণ কল্যাণ ট্রাষ্টের কর্মী বাহিনী ও সমিতি সদস্যদেরকে ট্রাষ্টের গৃহীত কর্মসূচী সফলভাবে বাস্ত্মবায়নে দক্ষ কর্মী বাহিনীতে রূপান্ত্মরিত করা | সেই লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা কালীন সময় থেকেই প্রশিক্ষণ বিভাগ তৎপর রয়েছে| কর্মমুখী শিক্ষা ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা অজর্নে ট্রাষ্টের কর্মী ও সমিতি সদস্যদেরকে নিম্ন বর্ণিত প্রশিক্ষণসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে|

১| গবাদিপশু পালন

২| হাঁস মুরগী পালন

৩| ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ও আর্সেনিকমুক্ত পানি ব্যবহার

৪| লিঙ্গ সমতা, নারী অধিকার ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৫| গরম্ন মোটাতাজাকরণ

৬| শাকসব্জি চাষাবাদ

৭| সমিতি লীডারদের নেতৃত্ব বিষয়ক প্রশিড়্গণ

৮| ষ্টাফ ট্রেনিং

৯| ষ্টাফ একাউন্টিং ট্রেনিং

১০| হস্ত্ম শিল্প বিষয়|

৩| টিস্যু কালচার ল্যাবের মাধ্যমে আলুবীজ উৎপাদন

ভালো বীজের ভাল ফসল| এটা কৃষি ড়্গেত্রে একটা সার্বজনীন শেস্নাগান হলেও বাস্ত্মবে ভাল বীজ পাওয়া কৃষকদের কাছে এক দুঃস্বপ্ন| ভাল বীজ কৃষক সাধারণের নাগালের বাইরে| কৃষকদের দোর গোড়ায় ভাল আলু বীজ পৌছে দেয়ার লড়্গ্যে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট ২০০০ সনে গড়ে তোলে আধুনিক টিস্যুকালচার ল্যাব| ল্যাবটির

উৎপাদন ড়ামতা প্রতি বছর ১ লড়া বীজ আলুর চারা| কৃষি জমি লীজ নিয়ে এই চারা মাঠ পর্যায়ে উৎপাদন করে কৃষকদের মাঝে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করা হয়| কিন্তু অত্যন্ত্ম মান সম্মত হওয়অর কারনে কৃষকদের কাছে এ বীজের চাহিদা রয়েছে| যদিও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে বৃহৎ আকারে মানসম্মত চারা উৎপাদন ও বিপনণ সম্ভব হচ্ছে না| আমরা চেষ্টা করছি দ্রম্নত এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে|

২০১৮-১৯ সনে উৎপাদিত বীজ আলুর পরিমান সর্বসাকুল্যেঃ

১| ব্রিডার বীজ - ৭,৪৭৫ কেজি

২| প্রি - ফাউন্ডেশন বীজ - ৬০,৫০০ কেজি

৩| ফাউন্ডেশন বীজ - ৩,৪৬,৭৩৫ কেজি

সর্বমোট- **৪,১৪,৭১০ কেজি**

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প

পৃথিবী এমন এক মহাবিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে বৃষ্টির মৌসুমে বৃষ্টি নেই, আবার কখানো অতিবর্ষন| শুষ্ক মৌসুমে মারাত্নক খরা ও শস্যহানি , আবার প্রলয়ঙ্করী বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পৌনঃপুনিকতা| ষড়ঋতুর দেশ

বাংলাদেশে ঋতু বৈচিত্র হারিয়ে যাচ্ছে| একদিকে গ্রীষ্ম ও বর্ষা প্রলম্বিত হচ্ছে, অন্য দিকে শীত কাল সংকুচিত হচ্ছে| শরৎ ও হেমন্তের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত| একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই জলবায়ু পরিবর্তন পৃথিবীর টেকসই উন্নয়ন ও মানব জাতির অস্তিত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে| মানবসৃষ্ট কারনে দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তন ও এর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রাক্কলন ও জ্ঞান বর্তমানে স্পষ্টতর হয়েছে এবং বাস্তবেও এর প্রভাব অনুভূত হচ্ছে|

আমাদের কর্মএলাকা মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর উপজেলা-এ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অধিকতর পরিলক্ষিত হওয়ার কারনে দাতা সংস্থা খ্রীষ্ট্রিয়ান এইড এর অর্থায়নে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প পরিচালনা করা হচ্ছে|

স্থানীয় প্রভাব (প্রকল্প এলাকা) :

- **বন্যা :** বন্যার কারণে কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, বসতবাড়ি, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও কর্মসংস্থান ইত্যাদি খাত ক্ষতিগ্রস্থ হবে / হচ্ছে|
- **নদী ভাঙ্গন :** নদীভাঙ্গনে বাড়ীঘর, কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে
- **জলাবদ্ধতা :** জলাবদ্ধতায় কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে
- **অতিবৃষ্টি :** কৃষি ও মৎস্য খাত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে
- **অনাবৃষ্টি/খরা/তাপমাত্রা বৃদ্ধি :** কৃষি, গবাদিপশু, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ হয়
- **ঘনকুয়াশা :** ঘনকুয়াশায় কৃষি, স্বাস্থ্য, যাতায়াত ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে|

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত কার্যক্রম	সংখ্যা	গ্রামের নাম	মন্তব্য

০১	বন্যামুক্ত টিউবওয়েল স্থাপন	২২ টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	২৩২টি পরিবার পানি পান করে
০২	বন্যামুক্ত বসতভিটা উচু করণ ও পিলারের উপর ঘর নিশ্চিত করন	২২টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	১৭৬টি খুঁটি ১২ ফুট লম্বা প্রদান করা হয়েছে
০৩	বসতভিটায় সবজি চাষ	২০টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি,	
০৪	খরা সহনশীল কচু চাষ	৮টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	
০৫	বন্যা সহনশীল ধান চাষ	৪টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি	
০৬	নার্সারী স্থাপন	৪টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	
০৭	মাছ চাষ	২টি	কর্মকারকান্দি	
০৮	ছাগল ও ভেড়া পালন	৩২টি পরিবার	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	৭২টি ভেড়া ও ছাগল প্রদান করা হয়েছে
০৯	হাঁস মুরগি পালন	১০টি পরিবার	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	৭৫ + ৭৫ টি = ১৫০টি হাঁস মুরগি প্রদান করা হয়েছে
১০	ভাসমান ধাপে আদা, হলুদ ও সবজি চাষ	৪টি	রামকৃষ্ণপুর, দাসকান্দি	
১১	বসতভিটায় গাছের চারা রোপন	১৮০টি পরিবার	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	৭৩০টি চারা রোপন করা হয়েছে
১২	প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা রোপন	১৩টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	৯৩০টি চারা রোপন করা হয়েছে
১৩	বন্যাত্তর উপকরণ বিতরণ	৬টি পরিবার	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	শুকনা খাবার বিতরণ
১৪	নলেজ সেন্টার স্থাপন	১টি	রামকৃষ্ণপুর	

১৫	উপকার ভোগী পরিবারের সংখ্যা	৭৩১টি পরিবার	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	গুচ্ছগ্রাম অস্থায়ী বসতিসহ জনসংখ্যা ৪৬২৫ জন
১৬	সচেতনতা বৃদ্ধি জন্য উঠান বৈঠক করা	৩৩০টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	৩৫০৮৫ জন ৯টি বিষয় ভিত্তি করে
১৭	অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর	৫টি	সিসিডিবি, রূপান্তর জিকেটি	
১৮	কেন্দ্রীয় অফিসে মিটিং করা	৪৮টি		সাটুরিয়া হল রুম, জিকেটি
১৯	অভিযোজন দলের মাসিক মিটিং করা	২৪৪টি		৪৩২০ জন
২০	বিভিন্ন বিষয়ে ক্যাম্পে ইন করা	২৯টি	কেন্দ্রীয় অফিসে মিটিং করা	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও ইউনিয়ন পরিষদে
২১	বিভিন্ন দিবস উদযাপন	১২টি	০৩ গ্রামে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে	উপজেলা, জেলা
২২	বিভিন্ন দিবস উদযাপন	১২টি	০৩ গ্রামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে	
২৩	বীজ ব্যাংক তৈরী	১টি	প্রকল্প অফিস (বিভিন্ন শস্য ও সবজি বীজ ৮০টি পরিবারকে প্রদান করা হয়েছে)	
২৪	স্কুল ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকদের সাথে জলবায়ু বিষয়ক ক্যাম্পে ইন	২৪টি	বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	
২৫	সেলাই কাজে সহায়তা প্রদান করা	২টি	রামকৃষ্ণপুর ১ দাসকান্দি ১টি	
২৬	গ্রামভিত্তিক অভিযোজন দল গঠন করা	৪টি	রামকৃষ্ণপুরে ২টি, কর্মকারকান্দি ১টি, দাসকান্দি ১টি	

২৭	আঞ্চলিক অভিযোজন দল গঠন করা	১টি	৪টি অভিযোজন দল মিলে	
২৮	গণ নাটক দল গঠন	১টি	০৩ গ্রাম মিলে	
২৯	গরু পালন প্রকল্প	৫টি পরিবার	০৩ গ্রাম মিলে	
৩০	নিজস্ব ফান্ড তৈরী করা	৪টি	০৩ গ্রাম মিলে (কর্মকারকান্দি গ্রামে নিজস্ব ফান্ডের টাকা ৬০,০০০ অনুদানসহ ৮০,০০০)	
৩১	গ্রাম ভিত্তিক সভা করা	২৪৪টি	রামকৃষ্ণপুর, কর্মকারকান্দি, দাসকান্দি	
৩২	বিভিন্ন সেমিনার উপজেলা জেলায়			
৩৩	অন্যান্য এনজিওর সাথে জলবায়ু বিষয়ক মিটিং করা			
৩৪	কেন্দ্রীয় অফিসে কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করা			
৩৫	বাজেট মিটিং এ অংশ গ্রহণ করা			
৩৬	কৃষি মেলায় অংশ গ্রহণ করা			
৩৭	শিশু স্কুলগামী করণ	২০০টি পরিবার		
৩৮	হাসপাতালে শিশু ও গর্ভবর্তী মাকে নিয়ে যাওয়া	২৮টি পরিবার		

৩৯	ভ্রাম্যমান চুলা তৈরী করা	১৫টি	রামকৃষ্ণপুর	
৪০	বন্ধু চুলা তৈরী করা	৭টি	০৩ গ্রামে ও ১টি প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়েছে	
৪১	ভাল অভিযোজন নিয়ে মিটিং করা	১০টি	০৩ গ্রাম মিলে	
৪২	অনাবাসিক প্রশিক্ষন করানো	১০টি	০৩ গ্রাম মিলে	
৪৩	শীতবস্ত্র বিতরণ করা	১০০টি পরিবার		
৪৪	বিভিন্ন বিষয়ে স্থায়ী প্রশিক্ষন করানো	১০টি		

জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প-এর কর্মশালায় আলোচনা পর্ব।

সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কর্মসূচী

জিকেটির উপকারভোগী সন্তানদের ''শিক্ষা প্রনোদনা''শীর্ষক কর্মসূচী ২০১৭-২০১৮।

শিড়্গা প্রণোদনা/২০১৮

গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট তার সংগঠিত সমিতি সদস্যদের জীবন মান উন্নয়নে দায়বদ্ধ| তাই কার্যক্রম সমিতি সদস্যবৃন্দকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়| এই লড়্গ্যকে সুদুর প্রসারি করার জন্য উপকার ভোগীর সন্ত্মান -সন্ত্মতিদের শিড়্গার প্রতি গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট অত্যন্ত্ম যত্নশীল| তাদের শিড়্গা লাভকে সহযোগিতা করার লড়্গ্য ২০১৪ সাল থেকে উপকার ভোগীদের এসএসসি উত্তীর্ণ সন্ত্মানদের শিড়্গা প্রণোদনা প্রদান করা হয়|

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে শিড়্গা প্রণোদনার তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল|

শিড়্গার্থীর সংখ্যা	নগদ টাকার পরিমান	ব্যাগ	অ+ প্রাপ্তদের	অভিধান	মন্ত্মব্য
১১৮১ জন	২,০০০/-	১টি	১টি কলম	১টি	প্রত্যেক শিড়্গার্থীকে প্রদান

উন্নয়ন মেলা/২০১৮

উন্নয়ন মেলা-২০১৮ এর জিকেটির প্রদর্শনী স্টল

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও এমআর এর নির্দেশনায় মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় ১১ জানুয়ারী হতে ১৩ জানুয়ারী ২০১৮ পর্যন্ত্ম ৩দিন ব্যাপী মানিকগঞ্জ জেলার বিজয় মেলা মাঠ প্রাঙ্গনে এক উন্নয়ন মেলাল আয়োজন করা হয়| উক্ত উন্নয়ন মেলায় ১৮০ টি সরকারী - বেসরকারী ও এনজিও প্রতিষ্ঠান অংশ গ্রহন করে থাকে| গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট (জিকেটি) উক্ত উন্নয়ন মেলায় ৩টি ষ্টল বরাদ্দ নিয়ে জিকেটির উপকার ভোগীদের নিজস্ব উৎপাদিত কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য নিয়ে উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহন করে|

জিকেটির পক্ষে বন্যাত্রদেব মাঝে ত্রাণ বিতরন চিত্র-২০১৭।

দূর্যোগ -ব্যবস্থাপনা

২০১৭ সালে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর কর্ম এলাকা ৭টি উপজেলায় বন্যা পস্নাবিত হয়েছে, তার মধ্যে হরিরামপুর উপজেলার আওতাধীন লেছড়াগঞ্জ, কাঞ্চনপুর ও আজিমনগর ইউনিয়ন এর চর অঞ্চল পস্নাবিত হয়ে বাড়ি ঘর ও রাস্ত্মা ঘাটসহ পানিতে ডুবে যায়| লেছড়াগঞ্জ ও আজিমনগর শাখার আওতাভুক্ত ১১৬টি সমিতির ৩,০০০

(তিন হাজার) সদস্যদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়|

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল|

ক্র.নং	এলাকার নাম	পরিবারে সংখ্যা	ত্রান সামগ্রীর পরিমান		মন্ত্মব্য
			চিড়া	গুজঝ	

১	লেছড়াগঞ্জ ও কাঞ্চনপুর ইউনিয়ন	= ২০০০ টি	= ৪০০০ শম	৬,০০০ প্যাকেট	
২	আজিমনগর ইউনিয়ন	= ১০০০ টি	= ২,০০০ শম	৩,০০০ প্যাকেট	
৩	অতিরিক্ত	-	-	১,০০০ প্যাকেট	
	মোট	= ৩,০০০ টি	= ৬,০০০ শম	= ১০,০০০ প্যাকেট	

প্রতি পরিবারে ২ শম চিড়া ও ৩ প্যাকেট করে ঙজঝ প্রদান করা হয়েছে|

চতুর্থ আন্তর্জাতিক জনগনের স্বাস্থ্য সম্মেলনে জিকেটির অংশগ্রহনঃ

১৫ হতে ১৯ নভেম্বর ২০১৮ ব্র্যাক সিডিএম সেন্টার (সাভার, ঢাকা) - এ চতুর্থ আন্তর্জাতিক জনগনের স্বাস্থ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় | সম্মেলনে প্রায় এক হাজার পাঁচ শত প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন | এর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা ও দড়িান আমেরিকার প্রতিনিধি ছিলেন পাঁচ শতাধিক, বৈশ্বিক নাগরিক সংগঠন পিপলস হেলথ মুভমেন্ট এই সম্মেলনের আয়োজন করেন | ৮০ টি দেশ এই মুভমেন্টর সদস্য |

“ সবার জন্য স্বাস্থ্য ” অর্জন করার জন্য জনগনের স্বাস্থ্য সম্মেলন জাতীয় কমিটির চেয়ার পারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ সকলের প্রতি আহবান জানান |

সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষনা করেন জাতীয় হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল মালিক |

উক্ত সম্মেলনে গণ কল্যাণ ট্রাষ্ট এর সকল স্তরের ২৫ জন ষ্টাফ তিন দিন ব্যাপী সম্মেলনে স্বত্বফূত ভাবে অংশগ্রহন করেন |